গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নং-৩৭.০৩.০০০০.০১০.১৮.০০৯.১৩(ন-০৯,পার্ট-২)/ ৫০৮ তারিখ ঃ ০৬/০৮/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ২৮/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের অনানুষ্ঠানিক নোট প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ ৫৭.০০.০০০০.০০১.১৮.০০১.১৭-৭৫১ তারিখ : ১০/০৭/২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৭৫১ নং স্মারকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর অনানুষ্ঠানিক নোটে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহের উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি পত্র দেয়া হয়েছে।

- ৫ (ক) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন্ কোন্ শিক্ষক প্রাইভেট কোচিং করেন, তার তালিকা তৈরি; (খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী কোচিং বাণিজ্য সেন্টারের নাম, ঠিকানা, মালিক/পরিচালকের তথ্য বের করা; (গ) কোন্ কোন্ শিক্ষক কোচিং বাণিজ্য সেন্টারে পড়ান তাঁদের তালিকা তৈরি করা;
- ৬ নং ক্রমিকে সকল কর্মকর্তাদের কোন প্রশিক্ষণ হয়েছে কিনা ? হলে কি ধরণের ? না হলে কোন প্রশিক্ষণ দেয়া যায় কিনা।
- ৯ নং ক্রমিকে দূর্নীতি, অনিয়ম, শিক্ষক হয়রানীর কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে যে কোন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করা (কপি সংযুক্ত)।

২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত তথ্যাদি আগামী ২১/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

৩। এ আদেশে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মনজুরুল কাদের)
যুগ্ম-সচিব
ও
পরিচালক (প্রশাসন)

বিতরণ ঃ

১। পরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পিআইইউ/পিআইডব্লিউ/ভোকেশনাল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।
৩। অধ্যক্ষ (সকল), পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/মনোটেকনিক।
৪। অধ্যক্ষ (সকল), টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ।
৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

D/Office order

অতি জরুরী

শিক্ষামন্ত্রীর অনানুষ্ঠানিক নোট

২৮ জুন, ২০১৭ইং

প্রিয় সহকর্মী,

আমার সালাম নিবেন। ঈদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা, ভুল-ক্রুটি, ব্যর্থতা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং নির্দেশনায় শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে বলে দেশবাসী মনে করেন। এমনকি সারাবিশ্বে UNESCO সহ সকল আন্তর্জাতিক শিক্ষা ফোরামে বাংলাদেশের প্রশংসা করা হয়, এবং উদাহরণ হিসেবে গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আমাদের সকল স্তরের সহকর্মীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের কাজ আরও গতিশীল করতে হবে। এ বিষয়ে সবাইকে আবারও আহবান জানাচ্ছি।

এই নোটে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের যার জন্য যে কাজ প্রযোজ্য তা অনুসরন করে ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে আমার সাথে আলোচনা করবেন। প্রত্যেক উইং, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা, প্রকল্প প্রভৃতির প্রধানগণ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বসে আলোচনা করে করণীয় স্থির করবেন। ১০ জুলাই এর মধ্যে আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিবেন। কার্য্যবিবরণী সহ পাঠাবেন।

বিদায়ী অর্থ বছরের ADP বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা আপনাদের ভালভাবেই জানা আছে। এই অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে আগামী অর্থ বছরের জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

আমি আনন্দিত যে, গত ৮ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আমার দেয়া নোট আমার সহকর্মীরা বিবেচনায় নিয়েছেন। এটুকুই আমার উৎসাহ ও আনন্দের বিষয়। আমরা সবাই মিলে 'টিম' হিসাবে কাজ করার এটাই পরিবেশ।

আমার সৌভাগ্য আমার সহকর্মীরা আমাকে অনেক ভালবাসেন, তারা আমার শুভানুধ্যায়ী। আমার কর্মক্ষেত্রের বাইরে আমার কোন জগত নেই। সারা দিন-রাত এই আশা নিয়ে থাকি এবং এই প্রার্থনা করি– আমার সহকর্মীরা সফল হবেন, অনেক বড় হবেন, অনেক উপরে উঠবেন।

১. বিভাগীয়-আঞ্চলিক পরিচালক (Director) কত জন? উপ-পরিচালক বা (DD) ডিডি কত জন? জেলা কর্মকর্তা (DEO) কত জন? উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কত জন?

ক) প্রত্যেক পদের কর্মকর্তার মূল কাজ কি?

খ) গাড়ী– কাদের আছে?

গ) তাঁরা কি কি সুবিধা পান?

ঘ) এরা পদায়ন হয়েছেন কিভাবে এবং কোন পদ থেকে?

ঙ) এদের দায়িত্ব, কাজ এবং পদ মর্যাদা কি? নিয়োগ পদ্ধতি কি? কোন নীতিমালা আছে কি?

চ) বিভাগ/অঞ্চল/জেলা/উপজেলায়– অন্যান্য পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা কত? পদ শূণ্য আছে কি না? কোথায় কত পদ শূণ্য?

❖ মাউশি'র মহাপরিচালক সকল তথ্য দিয়ে ২ কপি বই (ফাইল) তৈরী করে আমাকে দিবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে তাঁর সাথে আমার আলোচনা হয়েছে।

২. এদের সার্বিক কাজ, দায়িত্ব, সক্রিয়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রতি মাসের কাজ নির্ধারণ করে দেওয়া সহ পরিপূর্ণ একটি Motivation দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকায় একটি দিনব্যাপী সভা করা যায় কিনা, যেখানে প্রস্তুতি নিয়ে তাদের পরিপূর্ণ কাজে লাগানো যায়। আমার তথ্য অনুসারে এদের অধিকাংশ কাজে মনযোগী নন। এদের কাজ মূল্যায়ন করে তাদের ভবিষ্যৎ স্থির করতে হবে।

৩. মাঠ পর্যায়ে Monitoring কাজ :-

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

খ) পাঠদান কতখানি হয় তা নিয়মিত তদারকি করা

গ) শিক্ষার্থী উপস্থিতির অবস্থা এবং তারা কতখানি শিখছেন?

ঘ) অভিভাবক সভা করা/ মা সমাবেশ করা

ঙ) উন্নয়ন কাজের খবর নেয়া

চ) শিক্ষকদের সম্পর্কে তদারকি করে রিপোর্ট দেয়া

ছ) প্রতিমাসে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বাস্তব অবস্থার রিপোর্ট দিতে হবে

জ) জঙ্গীবাদ, মাদক সেবন প্রভৃতি কাজে যাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী লিপ্ত না হন সে জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ নজর এবং যত্ন নিতে শিক্ষককে এবং অভিভাবককে দায়িত্বশীল করে তোলা।

ঝ) শিক্ষার্থী মোট কত? উপস্থিত কত? নির্ধারিত সময়ে পর পর ২/৩ বার তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়া– আসল চিত্র পাওয়ার উদ্দ্যেশ্যে।

ঞ) মাঠ পর্যায়ে– Monitoring কার্য্যক্রম জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিভিন্ন পর্যায়ের– কর্মকর্তাদের সমন্বয় কিভাবে হয়। কিভাবে হওয়া উচিৎ?

৫. ক) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন্ কোন্ শিক্ষক প্রাইভেট কোচিং করেন, তার তালিকা তৈরী করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী কোচিং বানিজ্য সেন্টারের নাম ঠিকানা মালিক/পরিচালকের তথ্য বের করে দিতে হবে।

গ) কোন্ কোন্ শিক্ষক কোচিং বানিজ্য সেন্টারে পড়ান তাদের তালিকা তৈরী করে পাঠাতে হবে।

৬. এ সকল কর্মকর্তাদের কোন প্রশিক্ষণ হয়েছে কি না? হলে কি ধরণের? না হলে কোনো প্রশিক্ষণ দেয়া যায় কিনা।

৭. এই সকল কর্মকর্তার (সকলের) একটি দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ-সভা করা যায় কিনা? (মহাপরিচালক, মাউশি, তার টিমসহ আমার সাথে বৈঠক করে পুরো পরিকল্পনা স্থির করবেন।)

৮. এই সকল কর্মসূচী মাউশির নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট একাধিক প্রকল্প যৌথভাবে আয়োজন করতে পারে।

৯. দূর্নীতি, অনিয়ম, শিক্ষক হয়রানীর কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে যে কোন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহন করা হবে।

১০. ক) একইভাবে সকল প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

খ) সকল প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে দিনব্যাপী সভা করে তাদের কাজের পর্যালোচনা, সমস্যা ব্যর্থতা এবং করনীয় সম্পর্কে আলোচনা করা।

গ) প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ জুলাই/আগস্ট মাসেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

ঘ) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কাজ বাস্তবায়নে যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকল্প বাস্তবায়নে (নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করতে) ৩/৪টি প্রকল্প বড় ধরণের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এমনকি নির্ধারিত সময়ে টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয় এ তথ্যটিও কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে জানায়নি।

১১. যারা প্রকল্প বাস্তবায়নে ভাল করেছেন তাদের অভিনন্দন। প্রধান প্রকৌশলী ও তার EED এর টিম নির্ধারিত অর্থের বেশী ব্যয় করার পরও বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আরো ১ শত কোটি টাকার বাড়তি কাজ করেছেন। এ জন্য তাদের বিশেষ অভিনন্দন।

১২. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট পাশ হচ্ছে–২৯ জুন। জুলাই মাসের মধ্যে সকল প্রকল্প এবং সকল কাজের, (প্রত্যেক উইং, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর প্রভৃতি) পুরো বছরের কাজের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্লান সঠিকভাবে প্রস্তুত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিবেন। পরিকল্পনা ও কর্ম কৌশল নির্ধারণে ভুল হলে এবং বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টদের দায়ি করা হবে এবং ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৩. প্রত্যেক সদস্য– যার যে কাজই থাকুক না কেন প্রত্যেকে পুরো আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করতে হবে। কাজের মান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। সকল দক্ষতা কাজে লাগাতে হবে।

১৪. যে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর যে কোন মতামত,পরামর্শ, সুপারিশ জানাবেন।

১৫. সকল শিক্ষক আমাদের শিক্ষা পরিবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক শক্তি। তাদের প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু শিক্ষক তাদের নিজেদের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। দূর্নীতি, প্রশ্ন ফাঁস, টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া, ক্লাশে না পড়িয়ে প্রাইভেট কোচিং-এ বাধ্যকরা, প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করা প্রভৃতি অতি হীন অসৎ পথে চলেছেন। এর ফলে আমাদের শিক্ষার আসল শক্তি শিক্ষকের মর্যাদা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শিক্ষকের মর্যাদা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, Commitment, dedication সবই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছু শিক্ষক নামধারী লোকের কারণে।

তাই ঐ সকল অসৎ লোকদের শিক্ষক-মর্যাদার সম্মানজনক আসনে রাখা সম্ভব নয়। তাদের আপসারন করে শিক্ষকের মর্যাদা-সততা-মূল্যবোধ রক্ষার জন্য শিক্ষকদের নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এখনই শিক্ষক-অভিভাবক সমাজের সকল সচেতন মানুষদের নিয়ে শিক্ষকতার প্রকৃত মর্যাদা রক্ষার পক্ষে এবং শিক্ষক নামধারী দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার, জন সচেতনা সৃষ্টি করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কর্মসূচী এবং করনীয় নির্ধারণ করতে হবে। (বিষয়টি জরুরী)।

১৬. নিয়োগ, বদলী, পদায়ন, বিদেশ যাওয়া, প্রভৃতি একটি নিয়ম নীতি অনুসরন করে, প্রয়োজনে আলাপ-আলোচনা করে স্থির করতে হবে।

১৭. মন্ত্রনালয় দুইটি বিভাগে ভাগ করার সময় থেকে কাজের গতি শ্লথ হয়ে গেছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বসার রুম বা জায়গা নেই। কারো কারো মনে ক্ষোভ-হতাশাও আছে।

কারিগরি মাদ্রাসা বিভাগের স্থানাভাব বড় সংকট । অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছেনা। অবিলম্বে এর সমাধান করতে হবে।

১৮. জুলাই মাসের মধ্যে যে কাজগুলো সম্পন্ন করে চুড়ান্ত করতে হবে।

ক) শিক্ষা আইন

খ) UGC আইন

গ) NTEC আইন

ঘ) Accreditation Council আইন বাস্তবায়ন এবং Council গঠন জরুরী হয়ে পড়েছে

১৯. মাউশির সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরী কর্তব্য।

২০. NCTB – পুনর্গঠন ও কার্য্যকর করা জরুরী। সাম্প্রতিক তদন্ত রিপোর্ট আমি আবার দেখতে চাই। আমাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ফাইলে উত্থাপন করবেন।

২১. NAEM – নতুন পরিস্থিতির দাবি পুরনের উপযোগি করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২২. NTRCA – কার্যকর করতে হবে।

২৩. DIA – এর পরিবর্তন আনা জরুরী।

২৪. মাদ্রাসা অধিদপ্তর উন্নয়ন প্রয়োজন।

২৫. শিক্ষা বোর্ড সমূহের সার্বিক পর্যালোচনা করে কার্য্যক্রম উন্নত করতে হবে।

২৬. আগামী– JSC – JDC

SSC – দাখিল ও সমমান

HSC – আলিম ও সমমান

পরীক্ষার বিষয়ে এখনই ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। সুনির্দিষ্ট করনীয় স্থির করতে হবে।

২৭. HSC ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি যাতে ত্রুটিমুক্ত হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সবাই বিশেষ উদ্যোগ নিবেন।

২৮. ২২ জুন ২০১৭ NTEC- এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে মন্ত্রনালয়ের Social Media (Facebook) উন্নত ও কার্য্যকর করার সিদ্ধান্ত এখনই বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিন করার দায়িত্ব দিয়ে Monitor করতে হবে।

২৯. Web-site up to date করা, প্রতিদিনের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩০. সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপানো বুকলেটটি ('যেতে হবে বহুদুর') মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে কি না? বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রনালয়ের প্রশাসন উইং এবং মাউশি'র মহাপরিচালক জানাবেন।

৩১. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত- 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র' দ্রুত বিতরণের কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কি ব্যবস্থা নেয়া হলো মন্ত্রনালয়ের প্রশাসন বিভাগ ও মাউশি'র মহাপরিচালক জানাবেন।

৩২. আন্তর্জাতিক কাজ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একজনকে Special দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে একজনকে Protocol Officer এর মত নিয়োগ দেয়া যায়। নিয়ম বা পদ্ধতি কি হতে পারে? কোন অফিসার বা দক্ষ শিক্ষককে OSD করে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া যায়।

৩৩. পূর্বের নোটসমূহ ও সিদ্ধান্তগুলোর বিষয়ে জরুরী কোনো বিষয় বা মতামত থাকলে জানাবেন।

সকলের জন্য শুভ কামনা

নুরুল ইসলাম নাহিদ
শিক্ষামন্ত্রী
২৮ জুন, ২০১৭ইং